মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
এমআরএ ভবন, এফ-১৪-ডি/১
আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগর (প্রশাসনিক এলাকা), ঢাকা-১২০৭।
www.mra.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৪.০০০০.০০০.০১২.৩৩.০৬০০.২৩.১৭৬ তারিখ: ২ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৬ জুন ২০২৬

বিষয়: **সাময়িক বরখাস্ত।**

সূত্র: (১) প্রশিকার পত্র নং- চেয়ারপারসন/২০২৬/০০১২, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০২৬;
(২) এমআরএ'র পত্র নং- ৫৩.০৪.০০০০.০০০.০১২.৩৩.০৬০০.২৩.১৭৪, তারিখঃ ০৭ জুন, ২০২৬ এবং
(৩) প্রশিকার পত্র নং- চেয়ারপারসন/২০২৬/০০১৫, তারিখঃ ০৮ জুন ২০২৬।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোক্ত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৭(১) অনুসরণে নিয়োগকৃত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব শক্তি পদ চক্রবর্তী-কে পরিচালনা পর্ষদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কর্তৃক কারণ দর্শানোর মাধ্যমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এর পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করার বিষয়টি বর্ণিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্য নয় বিধায় বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় আলোচ্য বরখাস্তসহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সূত্রস্থ ২নং পত্রের মাধ্যমে আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২। তদপ্রেক্ষিতে জনাব শক্তি পদ চক্রবর্তী এর বিষয়ে গৃহীত সকল বিষয়াদি প্রশিকার কর্মী নীতিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী করা হয়েছে মর্মে সূত্রস্থ ৩নং পত্রের মাধ্যমে আপনাদের প্রতিষ্ঠান জানালেও যথাযথ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কারণ দর্শানো ব্যতিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় জনাব শক্তি পদ চক্রবর্তী এর সাময়িক বরখাস্ত অগ্রহণযোগ্য এবং আপনাদের উক্ত বক্তব্য বিভ্রান্তিকর ও অথরিটির উপরোল্লিখিত নির্দেশনা লংঘনের শামীল।

৩। এছাড়া আপনাদের পরিচালনা পর্ষদের সভা আয়োজন, সভার কার্যবিবরণী চূড়ান্তকরণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অথরিটির সাথে পত্র যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনিয়ম/অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টির সহায়ক এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বার্থ তথা গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষার নিরিখে বিভ্রান্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য। যেমন,

ক. ইতিপূর্বে আপনাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের কর্মী নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২০.৩ এর বিধান লংঘন করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার চাকুরীকাল বেআইনীভাবে বৃদ্ধি করার বিষয়ে এ অথরিটি কর্তৃক আপত্তি জানালে আপনারা অথরিটিকে আপনাদের কর্মী নীতিমালার অসঠিক তথা বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখা প্রদান করার পাশাপাশি উক্ত কর্মী নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২০.৩ পরিচালনা পর্ষদের ১৬১ তম সভার মাধ্যমে পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে জানালেও আপনাদের ১৬২তম সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৬১তম সভার কার্যবিবরণী পাশ না করেই উক্ত সভার আলোচনা মোতাবেক আপনারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন;

খ. পরিচালনা পর্ষদের ১৬২তম সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে পাশ করে অথরিটির নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষক/অথরিটিতে প্রেরণ না করে দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস পরে অর্থাৎ ১৬৩ সভার আগেরদিন বিকেল ৪টার (অথরিটির অফিস সময়ের) পর উক্ত কার্যবিবরণী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে অথরিটিতে প্রেরণ করে যা অনাকাঙ্খিত ও বিভ্রান্তিকর। এছাড়া উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় আলোচিত হয়নি এমন বিষয়/ শব্দ চয়ন হয়েছে এবং তা অবহিত করার পর সভায় উপস্থাপিত কার্যবিবরণীতে সংশোধনও করা হয়েছে মর্মে দলিলাদি পর্যালোচনায় দৃষ্ট হয়েছে;

গ. প্রতিষ্ঠানের নিয়মাচার মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদের খসড়া কার্যবিবরণীর উপর পর্ষদ সদস্য/পর্যবেক্ষক কর্তৃক মতামত গ্রহনোত্তর তা চূড়ান্ত করা হয় এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে বিষয়টি পরিপালন করে আসলেও বর্ণিত ১৬৩তম সভার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের নিকট খসড়া কার্যবিবরণী প্রেরণ করেননি। এছাড়া কার্যবিবরণী পাশ করার পূর্বে অর্থাৎ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখেই অথরিটির পর্যবেক্ষক কর্তৃক নোট অব ডিসেন্ট দেয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রমান পাওয়া গেছে যা অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য;

ঘ. বিদ্যমান নিয়মাচার অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অথরিটিসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/উপযুক্ত নির্বাহী কর্মকর্তার

স্বাক্ষরে পত্র যোগাযোগ হয়ে থাকলেও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগসহ এজাতীয় পত্রযোগাযোগ করছেন; এমনকি সভাপতি কখনও নিজেকে চেয়ারপার্সন, কখনও চেয়ারম্যান আবার কখনও সভাপতি হিসেবে উল্লেখ করছেন যা বিভ্রান্তিকর ও গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষার নিরিখে অগ্রহণযোগ্য এবং

ঙ. সর্বোপরি, আপনাদের পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হলেও অথরিটির বিধিবিধান লংঘন করে একাধিক সদস্য পরিচালনা পর্ষদে থাকলেও বিশেষ পরিস্থিতি ও কারণে সংস্থার সার্বিক স্বার্থ তথা জনস্বার্থ রক্ষায় এবং পর্ষদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত কেবল একটি দক্ষ ও গ্রহণযোগ্য পরিচালনা পর্ষদ গঠনের সুযোগ প্রদান বিবেচনায় অথরিটি বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখে আসলেও; এমনকি বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় কতিপয় বিষয়ে অথরিটি কর্তৃক বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করলেও আপনাদের বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ পলিসি পরিবর্তনসহ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সহায়ক একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন যা আমানতকারীদের স্বার্থ তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী।

বর্ণিত অবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বার্থ বিশেষ করে আমানতকারীদের স্বার্থ তথা জনস্বার্থ সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠানে ০৪.০৬.২০২৬ তারিখের পূর্বের ন্যায় স্থিতাবস্থা বজায় রেখে ও জনাব শক্তি পদ চক্রবর্তীকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে অব্যাহত রেখে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণপূর্বক নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠনসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৬-০৬-২০২৬
নাজনীন সুলতানা
যুগ্ম-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২৪৮৩১৬৪৪৮
ফ্যাক্স : +৮৮০২-৮৩৩৩২৫৭
ইমেইল : dd_supervision2@mra.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
'প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র', (সনদ নং-৬০০), আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।।

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৪.০০০০.০০০.০১২.৩৩.০৬০০.২৩.১৭৬/১ (২)

তারিখ: ২ আষাঢ় ১৪৩৩
১৬ জুন ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব মো: ফজলুল কাদের, সম্মানিত সদস্য এমআরএ পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ড েশন, পিকেএসএফ ভবন, প্লট ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২। জনাব রোকেয়া ইসলাম, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, (সন দ নং-৬০০), আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

১৬-০৬-২০২৬
রাজীব কুমার রায়
উপপরিচালক